[redacted]

[redacted]

সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী মাস্টার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মানোয়ার হোসেন মৃৃধা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ, সরকারি কলেজের প্রভাসক তাপস রশিদ, সহকারী অধ্যাপক ইদ্রিস আলী খান প্রমুখ।

মৃত্যু কালে স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

আলমডাঙ্গার মাধবপুরে স্টেয়ারিং গাড়ির ধাক্কায় খাদিজা খাতুন (৪) বছরের শিশুর করুণ মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টার দিকে শিশুটির মৃত্যু হয়।

খাদিজা রাস্তা পার হওয়ার সময় রাস্তার দু-দিক থেকে আসা গাড়ির মুখোমুখি হলে বাড়ির দিকে দৌড় দেয়। এ সময় খাদিজার সাথে স্ট্রেয়ারিং গাড়িতে ধাক্কা লাগে।

এতে তার মাথায় ও বুকে গুরুত্বর আঘাত হয়। পরিবারের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক খাদিজাকে মৃত ঘোষণা করে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে শিশু খাদিজার ১ম জানাজা মাধবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। পরর্বতীতে বিকালে তার পিতার বাড়ি হালসায় ২য় জানাজার নামাজ শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।

দামুড়হুদায় গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

দামুড়হুদা গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার সময় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন শাখা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ শফিউল কবির ইউসুফ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলী মুনছুর বাবু।

এ সময় তিনি বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েকে মাদকমুক্ত করতে হলে এবং যুব সমাজকে ভালো রাখার জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার একান্ত প্রয়োজন।

দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবীর সঞ্চালনায় এ সময় দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ হযরত আলীসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা ম্যারাথন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

জীবননগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা ম্যারাথন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জীবননগর উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল,

জীবননগর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,

জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম, জীবননগর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আলী আকতার, সাংবাদিক জাহিদ বাবু, মাজেদুল মিল্টন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঠুন মাহমুদ, এনজিও প্রতিনিধি আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

জীবননগরে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ১২ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

জীবননগর রায়পুর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ১২ লক্ষ টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ উঠেছে সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন নাহারের বিরুদ্ধে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার সময় জীবননগর উপজেলার রায়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে স্কুলের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের আয়োজনে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ১২লক্ষ টাকা আত্মসাত এবং শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করার অভিযোগ তুলে প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন নাহারকে বিদ্যালয় থেকে অপসারন করাসহ তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রায়পুর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি বিগত সময়ে ব্যাপক সুনামের সাথে পরিচালিত হত। এই বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে দেশের বিভিন্ন স্থানে চাকুরী করছে। নাহার মাস্টার গত এক বছর ধরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান একেবারে কমে গেছে।

পাশাপাশি ক্ষমতার দাপটে বিদ্যালয়ের উন্নয়মূলক কাজের ২ লক্ষ ১৮

হাজার টাকা তিনি আত্মসাত করেছে। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ের সামনে ৪২টি দোকান বরাদ্দ দিয়ে সেখান থেকে অগ্রিম ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও দোকানের ভাড়া বাবদ ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। তার এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে।

রায়পুর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র তৌফিক বলেন, আমাদের স্কুলের লেখাপড়ার মান অনেক ভালো ছিলো। বর্তমান শিক্ষকদের দ¦ন্দে¦র কারণে সেই মান একেবারে নিন্মমানের হয়ে পড়েছে। স্কুলে লেখাপড়ার চেয়ে শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেশি।

অভিভাবক আব্দুল মমিন খান বলেন, জেলার অন্যতম বিদ্যালয় হওয়ায় এখানে আমার ছেলেকে লেখাপড়ার জন্য ভর্তি করেছিলাম। কিন্তু যেখানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুলের টাকা আত্মসাত করে। প্রতিবাদ করলে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে, সেখানে কি ভাবে লেখাপড়া হবে এটা আমার জানা নেই। তাই স্কুলটি সুন্দর ভাবে পরিচালনা করতে হলে দুর্নীতিবাজ শিক্ষককে এখান থেকে অপসারণ করতে হবে।

রায়পুর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক সাহারেফ হোসেন বলেন, আমার আগে যিনি এই স্কুলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন তার বিরুদ্ধে স্কুলের টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ ওঠে। তিনি বিষয়টি ধামা চাপা দেওয়ার জন্য আমার নামে এবং বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নামে মামলা দায়ের করেন। সেই থেকে এই বিদ্যালয়টি নানা সমস্যার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সাইদুর রহমান বলেন, আমি বিদ্যালয়টির উন্নয়নের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেনের নিকট বিদ্যালয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব চাইলে তিনি আমাকে হিসাব না দিয়ে উল্টো কোর্টে আমার নামে মিথ্যা মামলা করেছে। শুধু আমার নামেই নয় এই বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি শিক্ষকের নামে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও শিক্ষা অফিসারের নামে মিথ্যা মামলা করেছেন । যাতে তার এই দুর্নীতির কেউ প্রতিবাদ না করতে পারে।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস,এম মুনিম লিংকন বলেন, রায়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি নানা সমস্যার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছিল। আমি বিদ্যালয়টি ঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সাময়িক ভাবে দায়িত্ব নিলে আমার বিরুদ্ধেও মামলা করেছে। তবে বিদ্যালয়টি যেন ঠিকভাবে পরিচালিত হয় সে বিষয়ে আমি সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের নব্য অধ্যক্ষকে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের নতুন অধ্যক্ষকে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জানিফ।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ পদ থেকে অধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি পাওয়া এই সংবর্ধনা তাকে প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের অন্যতম সাবেক সদস্য এমদাদুল হক সজল চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ নেতা ফয়সাল সজীব সালেকিন একাব সাইফুল সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের কর্মী বৃন্দ ।

আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক নজরুল ইসলাম স্যার হিসাববিজ্ঞান বিভাগের আবু বক্কর সিদ্দিকী স্যার অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আব্দুল ওয়াদুদ স্যার মনিরুজ্জামান স্যার সহ অনেকে।

চুয়াডাঙ্গায় পরকীয়া জুটির একত্রে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামটুর গ্রামের এক পরকীয়া জুটি বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ননদাইয়ের

সাথে শ্যালকের স্ত্রীর পরকীয়ার বিষয়টি জানাজানি হলে বুধবার সন্ধ্যায় গ্রামের মাঠে ভুট্টাক্ষতে গিয়ে তারা বিষপান করেন। দুজনকে উদ্ধার করে নেয়া হয়েছে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। পরকীয়া প্রেমিক মো. সাগর (২৭) ও পেমিকা রাশিদা খাতুন (২২) হাসপাতালের দু’ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানায়, দামুড়হুদার জয়রামপুর চৌধুরীপাড়ার আবদুল খালেকের ছেলে ট্রাক হেলপার মো. সাগর বছর দশেক আগে একই গ্রামে বিয়ে করেন। তাদের সংসারে রয়েছে ৭ বছরের এক ছেলে। অপরদিকে, সাগরের মামাতো শ্যালক মামুন বছর ছয়েক আগে বিয়ে করেন একই উপজেলার উজিরপুর গ্রামের আছের আলীর মেয়ে রাশিদাকে। তাদেরও রয়েছে ৫ বছরের এক ছেলে ও তিন বছরের এক মেয়ে। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই রাশিদার সখ্য গড়ে ওঠে ননদাই সাগরের সাথে।

একপর্যায়ে তা পরকীয়া সম্পর্কে গড়ায়। বিষয়টি জানাজানি হলে দুই পরিবারের পক্ষ থেকেই তাদের সোধরানোর জন্য বলা হয়। কিন্তু অনড় অবস্থানে থাকা সাগর-রাশিদা জুটি তাদের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপেরবাড়িও চলে যায় রাশিদা।

বুধবার মোবাইলফোনে যোগাযোগের পর সন্ধ্যায় জয়রামপুর গ্রামের মাঠে যান পরকীয়া জুটি সাগর ও রাশিদা। সেখানেই তারা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে দুজনে একসাথে বিষপান করেন।

এসময় তারা কাফন কেনার জন্য মোবাইলফোনে স্বজনদেরকে জানান। খবর পেয়ে নিকটাত্মীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাগর বলেছেন, মামাতো শ্যালক মামুনের স্ত্রী রাশিদার সাথে আমার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে বলে পরিবারের লোকজন খুব অশান্তি করে। ফলে আমরা দুজনে সিদ্ধান্ত নিই একসাথে আত্মহত্যা করব।

রাশিদা খাতুন বলেছেন, বছর চারেক ধরে সাগরকে নিয়ে আমার পরিবারে অশান্তি চলছে। সাগরের সাথে আমার শুধু ননদাইয়ের মতোই সম্পর্ক। কিন্তু সাগরের সাথে আমার পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে বলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন প্রায়ই নির্যাতন করে। দু’মাস আগে আমি বাপের বাড়ি চলে যাই।

সপ্তাহখানেক শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ৩-৪ দিনও থাকতে পারিনি। অবশেষে

সাগরের সাথে মোবাইলে কথা বলে বুধবার সন্ধ্যার পর আবারও জয়রামপুরে যাই। রাতে গ্রামের মাঠে গিয়ে দুজনে একসাথে বিষপান করি।

চুয়াডাঙ্গায় রাস্তা অবরোধ করে ইটভাটা মালিক-শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

ইট প্রস্তুত ও ভাটা নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ ও ২০১৯ এর কালো আইন বাতিল এবং জিগজ্যাগ ইটভাটার ছাড়পত্র ও লাইসেন্স পাওয়ার দাবীতে মানববন্ধন এবং রাস্তা অবরোধ করেছে চুয়াডাঙ্গার ইটভাটা মালিক শ্রমিকরা।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় জেলা শহরের শহীদ হাসান চত্ত্বর অবরোধ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করে তারা। এসময় তারা বিভিন্ন সেø◌াগান দেন।
জেলার অর্ধশতাধিক ইটভাটার মালিক ও শ্রমিক এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। মানববন্ধনের সময় প্রায় আধাঘণ্টা জেলা শহরে সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে ইটভাটা মালিক সমিতি প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেন।

বাংলাদেশ ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি মো. বজলুর রহমান জানান, ‘আমরা বাংলাদেশের ইটভাটার মালিকগণ ৩০-৪০ বছর ধরে অনেক প্রতিকুলতার মধ্যদিয়ে ইটভাটার ব্যবসা পরিচালনা করে আসছি। আমরা দেশের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়িসহ অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত ইট সরবরাহ করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছি।

২০১৩ সালের ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ আইনে জিগজ্যাগ ভাটা বৈধ পদ্ধতির উল্লেখ থাকলেও আইনের ৮ নং ধারার কারণে দেশের অধিকাংশ জিগজ্যাগ ইটভাটার মালিকরা ছাড়পত্র ও লাইসেন্স পাচ্ছেন না।

তাছাড়া এ বছর পরিবেশ অধিদফতর কর্তৃক সারাদেশের অসংখ্য ইটভাটা ভাঙচুর করা হয়েছে। তাই আমরা এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

কর্মসূচি পালন করছি। মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ইটভাটার মালিকরাসহ ইটভাটার কয়েক হাজার শ্রমিক অংশ নেন।

চুয়াডাঙ্গায় নবনির্বাচিত মেয়রের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এমপি- ছেলুন

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার নব নির্বাচিত মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন এর দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের উদ্দেগে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এসময় পৌরসভার নয়টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের ফুলের শুভেচ্ছা এবং মালা প্রদান করা হয় ।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার সময় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা চত্বরে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি এ বি এম জহুরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগ এর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জননেতা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ বি এম জহরুল ইসলাম জোঃ সভাপতি পৌর আওয়ামী লীগ।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি খুস্তার জামিল,চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক সাবেক মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন,চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন হেনা, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি হান্নান, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সংগ্রামী সভাপতি মোহাইমেন হাসান জোয়ার্দ্দার অনিক সহ উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগ,

যুবলীগ,শ্রমিক লীগ,আওয়ামী মহিলালীগ ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সংগ্রামী সভাপতি ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক মোহাইমেন হাসান জোয়ার্দ্দার অনিক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন বলেন শেখ হাসিনার বাংলায় রাজাকারের ঠাই নাই প্রত্যেক পৌর আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ কে সতর্ক থাকতে হবে বিএনপি জামাতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে আমাদেরকে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে ।

শেষে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নব-নির্বাচিত মেয়র জাহাঙ্গীর আলম খোকন তার বক্তব্যে বলেন আমি সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে পৌরসভাকে আরো উন্নয়নের দিকে অগ্রসর করতে চাই। তিনি সকলের কাছে তার নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে সেই জন্য দোয়া চান।

দর্শনা কেরু চিনিকলের চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের সংবাদ সম্মেলন

গতকাল বুধবার দুপুরে দর্শনা কেরু চিনিকলের(দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে) ৪২জন চাকরিচ্যুত শ্রমিকরা স্ব স্ব কাজে বহাল থাকতে দর্শনা প্রেস ক্লাবে এসে সংবাদ সম্মেলন করেছে।

আগামী শনিবার বিক্ষোভ ও মানব বন্ধনের কর্মসূচি ঘোষণাসহ থলের বিড়াল বের করে দেওয়ার হুমকি ও হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন । চাকরিচ্যুত শ্রমিক রেজাউল করিম রেজা(৫৫), এহসানুল হক রাজিব (৪৮) হারুন অর রশিদ পান্না (৪৯)সহ ৪২ জন লিখিত বক্তব্যে জানান ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২শ ৬০টাকা হাজিরায় ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগে কর্মরত ছিলাম।

এ মৌসুমেও ৩৯দিন কাজে বহাল থাকা অবস্থায় অদৃশ্য এক অপ শক্তি ও

অবৈধ কালো টাকার প্রভাবে আমাদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে চাকরিচ্যুত শ্রমিক এহসানুল হক রাজিবসহ সকলেই এক বাক্যে বলেন, আচার্য হলেও সত্য ২০থেকে ৩০বছরে আমরা সেটাপে যেতে পারলাম না , কিন্তু কেউ কেউ লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে রাতারাতি সেটাপে অর্থাত আমাদের জায়গাটা পূরণ করে দেয়া হলো ।

চাকরিচ্যুত শ্রমিকরা প্রেস ক্লাবে চিল্লিয়ে একসাথে বলে উঠলেন এর জন্য কেরুজ শ্রমিক ইউনিয়ন দায়ী। এলাকার জনগণ খুব শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে ফুসে উঠবে, বিচার করবে। কান্না বিজড়িত কন্ঠে শ্রমিকরা লিখিত অভিযোগে সাংবাদিকদের কাছে জানিয়েছেন এ বয়সে আমরা এখন কি করবো স্ত্রী সন্তান নিয়ে কোথায় যাবো, আমাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় নাই।

পরিশেষে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এ ভাবে চাকরি ফিরে পাওয়ার আকুতি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন । এ বিষয়ে কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো তৈয়ব আলি ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান জানান আমরা সব সময়ই শ্রমিক ও কর্মচারীদের পক্ষে ছিলাম ও আছি, এদেরকে কাজে পুনর্বহাল করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

কেরু চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো আবু সাইদ জানান ঐ শ্রমিকরা দীর্ঘদিন যাবত দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কাজ করে আসছে, তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন কেনো হলোনা সেটা আমার বোধগম্য না, তাদের কোন সেটাপও নাই, তারা খুবই দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে, তবে উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সমাধান করা যায় কিনা তা দেখা হবে।